

মাহাথির মডেল এবং উন্নয়নের গণতন্ত্র

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় বলেছেন, ‘আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তবে বেশি গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। মালয়েশিয়ায় মাহাথির মোহাম্মদ যে পথে এগিয়ে গেছেন, বাংলাদেশে শেখ হাসিনাও সে পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই গণতন্ত্র আমরা মেনে চলব।’

বেশ কিছুদিন ধরেই দেশে এই নতুন সুর শোনা যাচ্ছে। সেটার মূল বক্তব্য হলো যে আরে ভাই গণতন্ত্র টনতন্ত্র দিয়ে কি হবে? উন্নয়ন হলো আসল কথা। আমাদের পূর্ব এশিয়ান বাঘের বাচ্চারা আছে না। ওদের কি কস্মিনকালে গণতন্ত্র ছিলো নাকি? সেই মডেলে চালাতে গেলে সেইরকম একজন মাহাথিরও তো দরকার আছে। পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য নেতার বদলে মাহাথিরকে নিয়ে আমাদের দেশে কেন এতো লাফালাফি সেটার কারণ মনে হয় পূর্ব এশিয়ান বাঘদের মধ্যে একমাত্র মুসলিম নেতা বলে।

এটা ঠিক যে নব্বইয়ের দশক থেকে আমাদের গণতন্ত্রের পথে অভিযাত্রা কখনই সুখকর ছিলো না। আমাদের নির্বাচন মোটামুটি মুক্ত এবং নিরপেক্ষ ছিলো কিন্তু সেটা ছিলো তথাকথিত এক দিনের গণতন্ত্র। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং চর্চা আভ্যন্তরীণ দলীয় কাঠামো বা দেশ পরিচালনায় কখনই ছিলো না।

সব রাজনৈতিক নেতৃত্বই চেয়েছে নির্বাচিত হয়ে একনায়কের মতই দেশ চালাতে। নব্বইয়ের পর থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে একের পর এক পর্যায়ক্রমিক নির্বাচিত সরকার কিভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে চলেছে। যার পরিণতি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো এখন মোটামুটি ধুলিসাৎ।

কিন্তু গণতন্ত্র উপেক্ষা করে বাংলাদেশ চটজলদি মালেশিয়া, সিংগাপুর হয়ে যাবে এরকম স্বপ্ন দেখানোটাও কতটুকু বাস্তবসম্মত সেটাও চিন্তার বিষয়। পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি দক্ষিণ এশিয়ার থেকে অনেক ক্ষেত্রেই অন্যরকম। এছাড়া যারা বাংলাদেশে এই মডেলের প্রবক্তা তাঁরা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা ভুলে যায়, সেটা হলো যে পূর্ব এশিয়ার এই সব দেশে হয়তো নির্বাচন মুখী, বহুদলীয় গণতন্ত্র ছিলো না। কিন্তু সেইসব দেশে আইনের শাসন, ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সম্পদের সুরক্ষা সবই নিশ্চিত করা হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো ছাড়া এইসব নির্বাচনমুখী গণতন্ত্র অর্থহীন এবং মালেশিয়া সিঙ্গাপুরের উদাহরণ টানাটাও অনেকখানিই অবাস্তব।

ফরিদ জাকারিয়া তাঁর ১৯৯৬ সালে ফরেন অ্যাফেয়ার্সে প্রকাশিত প্রবন্ধে বলছেন যে একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিচার করতে হবে সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় স্বাধীনতা না থাকলে শুধু নির্বাচন দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোন সরকার যদি সীমিত গণতন্ত্রের মধ্যে আস্তে আস্তে এই সব স্বাধীনতা বাড়ায় তাহলে এগুলোকে একনায়কতন্ত্র বলা যাবে না। সিঙ্গাপুর, মালেশিয়া, থাইল্যান্ডে তাই হয়েছে এবং সেখানকার মানুষজন জীবন অনেক শান্তি, সমৃদ্ধি, স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছে ইরাক,লিবিয়া, কিংবা স্লোভাকিয়া অথবা ঘানার এক নায়কতন্ত্রের

চেয়ে।

সাংবিধানিক উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি ছাড়া গণতন্ত্র আসলে একটা কাগজে গণতন্ত্রই রয়ে যায়। সেখানে সুশাসনের অভাব, উগ্র জাতীয়তাবাদ, জাতিগত দাঙ্গা, এমনকি যুদ্ধও লাগারও ঘটনা রয়েছে। সমাজতন্ত্রের পতন ঘটার পর পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুগোস্লাভিয়াতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ক্ষমতায় চলে আসে এবং দেশ ভেঙ্গে যায়। দ্রুত ভেঙ্গে যাওয়া এই সব দেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার, প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না থাকায় সেখানে অবর্ণনীয় বিশৃংখলা, নারকীয় অত্যাচার সংঘটিত হয়। অধুনা বিশ্বে আরব বসন্তের ফলে যেসব সরকার নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, সেখানে এই রকম সাংবিধানিক শাসন কাঠামোর অভাবে কারণে তারাও জনগণের কল্যাণ বয়ে আনতে পারেননি।

এটা একটু অদ্ভুত যে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনমুখী গণতন্ত্রের এতো প্রচার করে। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটা কতটা গণতান্ত্রিক সেটা নয়, বরং এটি কতটা অগণতান্ত্রিক। এখানে অনেকরকম সীমাবদ্ধতা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে নির্বাচিত গরিষ্ঠের উপর। এই দেশের সংবিধান যেটি আধুনিক বিশ্বে অনেক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়, সেটির পেছনে মূল দর্শন হলো রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে কোনভাবেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে পারবে না। ক্ষমতামূলক মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না- এই আশংকার উপর ভিত্তি করেই মূলত এই সংবিধান রচিত।

এখন এমন একটা যুগ চলছে যেখানে দৃশ্যমান চিত্তাকর্ষক কোন কিছু দেখানো না গেলে সেটির আবেদন তৈরী হয় না। সেদিক থেকে নির্বাচনের খুব দৃশ্যমান একটা প্রতিক্রিয়া আছে। এটা দেখানো যায় নির্বাচনের আয়োজন হচ্ছে, মুক্ত, স্বচ্ছ নির্বাচন হচ্ছে। কিন্তু সংবিধান বা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে কিনা সেটা আসলে দৃশ্যমান নয়। তাই গণতন্ত্রের অতিগুরুত্বপূর্ণ উপাদান আইনের শাসনের বিষয়টি নির্বাচনের ডামাডোলের মধ্যে চাপা পড়ে যায়।

আমরা এখন গণতন্ত্রের যুগে বসবাস করছি, বিশ্বের চারিদিকে গণতন্ত্রের জয় জয়কার। গণতন্ত্রের বিজয় উৎসবে একবিংশ শতাব্দীতে এখন যে সমস্যা সেটা হলো গণতন্ত্রের ভিতরে সমস্যা, নির্বাচনমুখী গণতন্ত্রের সাথে একনায়কতন্ত্রের আমদানী। এই সমস্যার সাথে মোকাবেলা করা অনেক কঠিন, কারণ নির্বাচিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে এর একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে।

এই ধরনের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় হুমকি হলো যে এটা সত্যিকারের গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে। আর তার ফলে যেটা হয়, মানুষ তখন বলা শুরু করে যে গণতন্ত্র আসলে কাজ করছে না, অন্য কিছু দরকার। তখন একনায়কতন্ত্রের পক্ষে সাফাই গাওয়া শুরু হয়। গণতন্ত্রে এই সমস্যা নতুন কিছু না, বিভিন্ন সময়ে যখনই গণতন্ত্রের ঢেউ উঠেছে তখনই দেখা গেছে যে, এর মধ্যে কোন না কোন সমস্যা পাওয়া গেছে। যার ফলে উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর অশান্ত জনতা সব সময় বিকল্প খুঁজেছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যের সময়টা। এই সময়ে যেসব হিটলার টাইপের একনায়ক এসেছে, তাঁরা

খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং কেউ কেউ নির্বাচিত ছিল। সেইসব হিটলারী একনায়কতন্ত্রের ফলাফল কি হয়েছে তা তো সবারই জানা।

সাংবিধানিক শাসন ছাড়া গণতন্ত্র খুবই ভয়ংকর জিনিস, সেটা আমরা বাংলাদেশীরাও হাড়ে হাড়ে জেনে ফেলেছি। কিন্তু তাঁর মানে এই নয় যে গণতন্ত্র ছুড়ে ফেলে এখন পূর্ব এশিয়ার মডেলের দিকে ছুটতে হবে। সবার আগে সংবিধান এবং আইনের কাঠামোর মধ্যে একজন নাগরিকের যেসব মৌলিক অধিকার রয়েছে সেগুলো নিশ্চিত করতে হবে। কারণ উদারনৈতিক সংবিধানকেন্দ্রিক আইনের শাসন ছাড়া গণতন্ত্র বলেন আর মাহাথির স্টাইল এক নায়কতন্ত্র বলেন সবই নিপীড়নমূলক স্বৈর শাসকে পরিণত হয়।

মাহাথির মোহাম্মদ একথা ভাল ভাবে জানতেন বলেই সে পথে হাঁটেননি। কিন্তু মোহাম্মদ নাসিম বা তাঁর ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বও কি বিষয়টি জানেন? দুঃখের বিষয় আপাত দৃষ্টিতে সেইরকম কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না!

ড. রুশাদ ফরিদী,
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
rushad.16@gmail.com